১৫।

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 23 FEB 1997
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

তথ্য প্রযুক্তি ॥ শিক্ষার নতুন দিগন্ত

নাদিম আহমেদ

বিশ্বব্যাপী তথ্য প্রযুক্তির অভাবনীয় সাফল্যজনক বিপ্লব মানুষের জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। পরিবর্তিত হয়েছে মানুষের জীবনধারা। পরিবর্তন এসেছে বিনোদনে ও সংস্কৃতিতে, শিল্পে। বিশেষ করে উন্মোচিত হয়েছে শিক্ষা ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত।

তথ্য প্রযুক্তির সুবিধাগুলো ব্যবহার করে শিক্ষাজগতে বিকল্প ধারার সূচনা ঘটেছে। যার নাম উন্মুক্ত শিক্ষা। অডিওভিজুয়াল প্রযুক্তির উন্নয়ন, স্যাটেলাইট টিভির ব্যাপক প্রসার, মাল্টিমিডিয়ার উদ্ভাবন, সিডিরম, নেটওয়ার্ক আর সর্বোপরি ইন্টারনেট এই বিকল্প শিক্ষার সূচনা ঘটাতে অত্যন্ত সফল ভূমিকা রেখেছে।

অডিওভিজুয়াল প্রযুক্তি ঃ অডিওভিজুয়াল প্রযুক্তি সারা বিশ্বে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বর্তমান ডিজিটাল এডিটিং সুবিধার কারণে এর ব্যাপক প্রসার ঘটছে। অডিওবিজুয়াল মাধ্যমে অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে বিষয় উপস্থাপন করা যায়।

স্যাটেলাইট টেলিভিশন ঃ বিশ্বব্যাপী এখন স্যাটেলাইট টেলিভিশনের প্রসার ঘটছে এবং অধিক সংখ্যায় মানুষজন স্যাটেলাইট টিভির আওতায় আসছে। স্যাটেলাইট টিভি যেমন বিনোদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে তেমনি শিক্ষায়ও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে। জিটিভি'র জি এডুকেশনের মাধ্যমে কম্পিউটার ও মেনেজমেন্ট বিষয়ে কোর্স পরিচালনা করে। এছাড়াও বিবিসি, সিএনএন, ডিসকভারি এবং অন্যান্য স্যাটেলাইট চ্যানেলের অনেক প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন মেটায়।

মাল্টিমিডিয়া ঃ মাল্টিমিডিয়া হচ্ছে টেক্সট, শব্দ, গ্রাফিকস্, এনিমেশন, ভিডিও ইত্যাদির সমন্বিত কম্পিউটার পদ্ধতি। মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে কোর্সের বিষয় উপস্থাপন করা যায়। উন্নত বিশ্বে এমনকি উন্নয়নশীল বিশ্বেও বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল, কলেজ এবং বিভিন্ন ট্রেনিং কোর্সের উপযোগী সফটওয়্যার তৈরি হচ্ছে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে।

সিডিরম ঃ তথ্য ধারণের বিশাল ক্ষমতাসম্পন্ন সিডিরম উন্মুক্ত শিক্ষায় কম্পিউটার ব্যবহারকে অনেক সহজ করে দিয়েছে। এর ফলে বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষামূলক সফটওয়্যার অনেক কমমূল্যে সহজলভ্য হচ্ছে।

ইন্টারনেট ঃ ইন্টারনেট উন্মুক্ত শিক্ষায় নতুন এক মাত্রা যুক্ত করেছে। ইন্টারনেট ব্যবহার করে উন্মুক্ত শিক্ষার দক্ষতা প্রচলিত ধারার চেয়েও বাড়ানো যেতে পারে। এমন কোন বিষয় নেই যাতে ইন্টারনেট সহায়তা করতে পারে না। বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন বিষয়ে ইন্টারনেটে কোর্স পরিচালনা করে এমনি একটি প্রতিষ্ঠান হচ্ছে International correspondence schools (ICS)-এর ঠিকানা http : ॥ www. ics learn. com.

এছাড়াও জাতিসংঘ বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েব ঠিকানা হচ্ছে; http : ॥ www. wider. unu. edu.

তথ্য প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে একজন শিক্ষার্থী সমন্বিতভাবে সবকিছু ব্যবহার করতে পারেন। মনে করুন আপনি কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্মুক্ত শিক্ষা পদ্ধতিতে অর্থনীতি ও পরিসংখ্যানের ওপর দুটো কোর্স নিয়েছেন। এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় আপনাকে সরবরাহ করবে অডিওভিস্যুয়াল স্টাডি ম্যাটেরিয়ালস। এছাড়াও এই কোর্সের ওপর সিডিরম ব্যবহার করতে পারেন। ইন্টারনেট ব্যবহার করে আপনি বিশ্বের অসংখ্য লাইব্রেরিতে প্রবেশ করতে পারেন। বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দের বক্তৃতা শুনতে পারেন। বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ও অন্যান্য ছাত্রদের সাথে আলোচনাও করতে পারেন। বলা যায় অডিওভিজুয়াল প্রযুক্তি, মাল্টিমিডিয়া, সিডিরম, ইন্টারনেট সমন্বিত উন্মুক্ত শিক্ষা পদ্ধতিতে প্রচলিত ধারা হতে অনেক আধুনিক ও কার্যকর।

বর্তমানে উন্নত বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রচলিত শিক্ষার্থীরাও এই উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে শিক্ষার মান ও দক্ষতা বাড়াতে পারেন। এর ফলে প্রসারিত হচ্ছে শিক্ষার নতুন দিগন্ত। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় উন্মুক্ত শিক্ষায় নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছে। কিন্তু এই আধুনিকতম প্রযুক্তির ব্যবহার উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা অন্য কোন সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই। সীমিত আঙ্গিকে হলেও এই প্রযুক্তি সুবিধা প্রয়োজন এখনই— একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য।